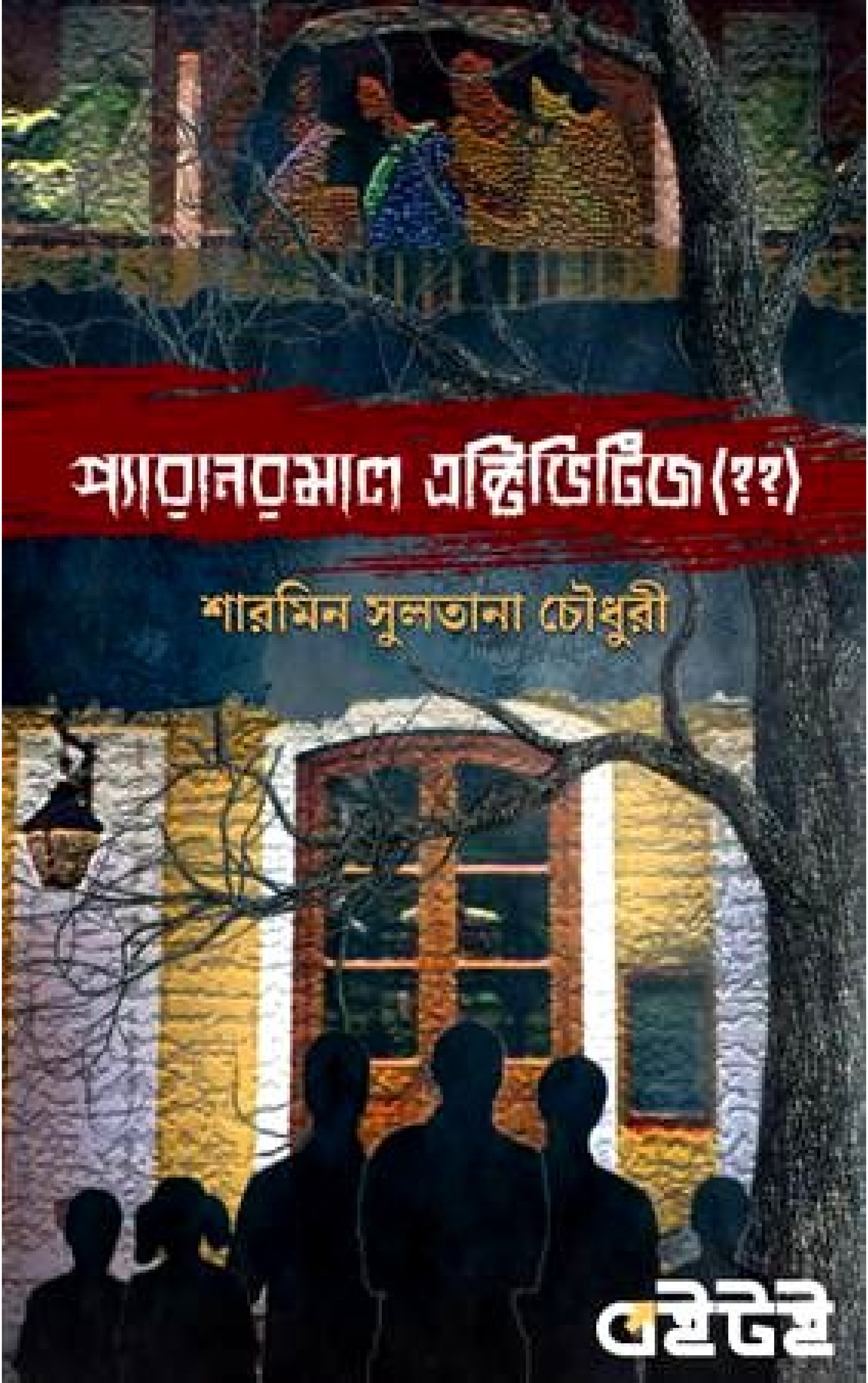
প্যারানরমাল এক্টিভিটিজ(??)
শারমিন সুলতানা চৌধুরী
বইটই

প্যারানরমাল এক্টিভিটি(??)

শারমিন সুলতানা চৌধুরী

পর্ব ১

আমি আসলে এসবে বিশ্বাস করিনা।

আমি তপু,আমার বয়স ২১। কিন্তু বিশ্বাস করতে হয়েছে,তার পেছনে কয়েকটা কারণ আছে। তার মধ্যে আমার মায়ের ঘ্যান ঘ্যান অন্যতম।

আমার নানার বাড়িতে নানারকম প্যারানরমাল এক্টিভিটি দেখা যায়। আমি অনেক বার গিয়েছি।

ছোটোবেলায় ঈদ মানেই পালাক্রমে নানা আর দাদার বাড়ি। নানার বাড়ি টা শহরেই,চট্টগ্রামে। সমুদ্রের কাছে।তাই মন চাইতো সেখানে যেতেই। আমরা কাজিনরা সবাই মিলে এই বাহানা,সেই অজুহাতে দে ছুট সমুদ্রে।

আমি আপাতত চট্টগ্রামেই আছি। এখানে একটা প্রাইভেট ভার্সিটি তে ভর্তি হয়েছি। নানার বাসায় থাকি।যদিও অনেক কিছুই আমাকে ঠিক ঠাক করতে হয়েছে এসে। গত এক যুগ এখানে কেউ থাকেননি। কেয়ার টেকার মামা শুধু মাঝে মাঝে এসে ঝাড়-পোছ করাতেন। তার নমুনা আমি এ বাড়ি এসেই টের পেয়ে গেছি।

আমার তিন খালা। আমার মা সবার ছোটো। তিনি ঢাকায় একটা কলেজে পড়ান। তাই আমাদের ঢাকায় থাকা। বাবা ব্যবসায়ী। আমার বড় খালা গৃহিনী ছিলেন।ছিলেন বলছি কারণ তিনি বেঁচে নেই। উনি মারা গেছেন এই বাড়িতেই। যদিও তিনি এখানে থাকতেন না।থাকতেন শহরের অন্য প্রান্তে।

ওনার হঠাৎ এখানে আসার ঘটনা টাও অদ্ভুত।

তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন এখানে তাঁর মৃতদেহ রাখা,কিন্তু কেউ ই সেটা জানেনা। কেউ দোয়া পড়ছেনা। ড্রয়িং রুমের একটা কোনায় কফিনে তিনি পড়ে আছেন। ঘুম থেকে উঠেই তার মধ্যে একটা হাহাকার তৈরী হলো,তিনি ছুটে আসলেন নানার বাড়ি। এটা বিশ বছর আগের কথা। কেউ পারমানেন্টলি থাকেনা এখানে কখনো ই। উনি এসে

চাবি দিয়ে ঘর খুললেন। এরপর সবাই ভেবেছে হয়তো উনি চলে গেছেন। দুদিন পর কেয়ার টেকার মামা এসে একতলার ড্রয়িং রুমে উনি খালার লাশ দেখতে পান। কিছু একটা দেখে উনি প্রচন্ড ভয় পেয়েছেন, কিন্তু সেটা কী? আমাদের জানা নেই।

এটা তো প্রায় আমার জন্মের সময়ের কথা। এরপর মেজ খালা বিদেশ থেকে এলেন। আমার বয়স তখন ১০ বছর। মেজ খালা মানেই হইচই। উনি ক্যালগেরিতে একটা ফার্মের লইয়ার। খালুও ব্যস্ত চিকিৎসা পেশায়।মনোরোগবিদ। দুজনেই ব্যস্ত। কিন্তু প্রতি ডিসেম্বরে দেশে আসবেন ই।

সেবার সবাই খুব হইচই করেই চট্টগ্রামে যাওয়া হলো।নানার বাসা পুরো আবার গমগম করছে আনন্দে।আমার মাঝে মাঝে মন খারাপ হচ্ছিলো,কেউ কেন বড় খালার কথা মনেও করছেনা। যদিও আমার বয়স মাত্র দশ তখন।

মনে পড়লো সবার...আসলে মনে করিয়ে দেওয়া হলো...

পর্ব ২

আচ্ছা,আমার নানা বাড়ির একটু বর্ণনা দিয়ে নেই।

এই বাড়িটা দোতলা। একতলায় আছে ড্রয়িং রুম,বেড রুম,ডাইনিং,পিছন দিক টায় কিচেন। সেটা পেরিয়ে ভেতর দিকে গেলে একটু কুয়ো। পাশে একটা নলকূপ। ছোটবেলায় আমরা কূয়ো থেকে পানি তুলতাম। পরে নলকূপ টা লাগানো হলে এখানে আর পানি জমানো হয়নি। এক তলার বাথরুম টা বিশাল। দু রুম শুধু বাথরুম। সে আমলের বাড়ি। কিন্তু বাথটাব আছে। নানা খুব বই পড়তেন। এমনি কি বাথ টাবের পাশেও একটা বুকশেলফ। এই রুম টার ভেতরে টয়লেট। আর জানালা খুললেই গাছ-গাছালী। কেমন জংগল জংগল ভাব...

দোতলায় সব বেডরুম আর একটা ড্রয়িং রুম। এটা ঘরের লোকের জন্য। আর নানার অফিস থেকে কেউ এলে নিচ তলায় বসতো।

সেই রাতেই আমি বড় খালা কে প্রথম দেখলাম।

কুয়োর পাড়ে সবাই ছোট রা আড্ডা দিচ্ছিলাম। একটু পরে রাতে খাবারের ডাক। আমার সাথে ছিলো মিনি(সেজ খালার মেয়ে,আমার দু বছরের ছোট) আর কাজল(মেজ খালার চেয়ে,বছর চারেক বড়)। খেয়ে সবাই নলকূপে এসে ছোটরা মজা করছিলাম।

সবাই নিশ্চয় ভাবছেন,এত আলিশান বাড়িতে সব ব্যবস্থা থাকলেও কুয়ো বা নলকূপ কেন? এটা আসলে কাজের মানুষদের জন্য ছিলো। থালা বাসন পরিষ্কার বা কাপড় ধোয়ার জন্যে। যেটা আপাতত আমাদের দখলে।আর আমরা নিজেদের অল্প কাজ নিজেরাই করে ফেলি,মা রা আছেন,তাই আর কাউকে ঢুকতেও দেইনা আমাদের এলাকায়।

সবাই ঘুমোতে গেলো প্রায় ১২টার দিকে। যে সময়টার কথা বলছি,তখন কিন্তু ১২টা মানে অনেক রাত। আমরা ছোট রাও ঢুলু ঢুলু চোখে গল্প শুনছি। মেজ খালু জম্পেশ

আড্ডা দিতে পারেন। আর খালা বিশেষ টিপ্পনি তো আছেই।

রাত ক'টা হবে আমি জানিনা। একটা অদ্ভুত শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেলো। এটা কী ঠিক হাসি ছিলো নাকি কান্না,আমার এখনো সন্দেহ রয়ে গেছে। ওই টুকু বয়স আমার,কেন যে উঠে এই অদ্ভুতুড়ে শব্দের উৎস খুঁজতে গিয়েছিলাম,তার ব্যাখ্যা আমি নিজেও জানিনা।

আমি যেন শব্দ টার পিছু পিছু হাটছিলাম। কেমন একটা আলো,অন্য দিনেও কি এমন আলো থাকে?নাকি আমি ভয় পাচ্ছি দেখে এমন হচ্ছে! আমি বুঝতে পারছি আওয়াজ টা আসছে কুয়োর দিকটা থেকে। কেন জানিনা আমার গতি ও দ্রুত হয়ে গেলো।

যত এগোচ্ছি,শব্দ তত দ্রুত হচ্ছে। কেউ ডাকছে নাম ধরে।

না, আমার নাম না। মেঝ খালার নাম। আমার বড় খালার নাম বকুল ছিলো,মেঝ খালা শিমুল। ঠিক শিমুল নাম টার ম অক্ষরটার উপর জোর দিয়ে ডাকছে কেউ।

আমি কুয়োর দিকে উঁকি দিলাম।

আমার কি ভয় পাওয়া উচিত?

কুয়ো তে পানি নাই...মানে ছিলো না তো...এখন সেখানে পানি...

বড় খালা ভাসছেন,কিন্তু আমার দিকে আচমকা মুখ ফেরালেন...

আমি চিৎকার করে উঠতে যাবার আগেই...কেউ আমার মুখ চেপে ধরলো।

আমি ফিরে তাকাতেই জ্ঞান হারালাম...

বড় খালা দাঁড়িয়ে...

"তুই এখানে কেন,ছোটন? বলসিনা,কুয়ো পাড়ে আসবিনা। এটা আমাদের,বোন দের। যা,শিমুল কে ডেকে নিয়ে আয়"

আমি জ্ঞ্যান হারালাম...

আমার জ্ঞ্যান ফিরলো কিভাবে আমি তাও জানিনা।এখন কুয়ো তে পানি নেই। আমার মেঝ খালা-বড় খালা দুজন সেই কুয়োর ভিতরে..গল্প করছেন...

আমার দিকে তাকিয়ে মেঝ খালা হাসলেন...কেমন যেন একটা হাসি...

"কিরে,তুই আসলি কেন? এই শোন,কাজল রে বলিস না কিন্তু"

আমি আবার জ্ঞ্যান হারালাম মনে হয়।

ভোরে অনেক ভীড় এখানে। কেউ আমাকে চোখে জল ছিটাচ্ছে।

আমি কোন রকমে উঠে বসতেই খালু কে দেখতে পেলাম....

বিড়বিড় করছেন...

"জায়গা ছেড়ে দাও। এটা ওদের..."

বি দ্র:পাঠক,আমি অনেক জায়গায় অতীত-বর্তমান মিলিয়ে লিখি।হয়তো আমি নিজেও জানিনা অতীত ই কি বর্তমান?নাকি আমি কোন ঘোরে আছি!

পর্ব ৩

সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়লো খালার দাফন-কাফনে।

মেঝ খালার শরীর টাও পড়ে ছিলো সেই একই ভাবে,কুয়োর পাশে।

খুব ভয় পেয়েছেন কিছু দেখে এমন একটা দৃষ্টি। শোক করবার সময় কেউ ই পেলো না। খালু কে নিয়ে দৌড়াদৌড়ি। স্ট্রোক হলো,ব্রেইন হেমোরেজ। খালু বিছানায় পড়ে গেলেন। বিড়বিড় করেন শুধু।

আমি ছাড়া আর কেউ ই বুঝলোনা খালুর কেন এমন হলো। সবাই বলছে নিজে মনোরোগবিদ, অথচ স্ট্রোকের আগে পাগলের মত প্রলাপ বকছিলো কেন!আমি ঘটনাটা চেপে গেলাম।

এর মধ্যেই ছুটি শেষ। খালার চার দিনের কুলখানিতে গরীব মানুষ দের খাইয়ে সবাই ফিরে গেলাম নিজের বাসায়।

আমি ভুলতে পারছিলাম না কিছু তেই। প্রায় ই রাতে ঘুমের মধ্যে চিৎকার করে উঠে যেতাম। আমাকে ডাক্তার দেখানো হলো। সবার ই ডায়াগনসিস, আমি কিছু দেখে ভয় পেয়েছি। সেই কিছু টা কী,কেউ ই জানতে পারলোনা।

আমি নিজের মতো থাকি। চুপচাপ হয়ে গেছি। খেলতে যাইনা,বাবা মা দেখতেন। বেড়াতে নিয়ে যেতে চাইতেন,কিন্তু ওই যে আবার নানাবাড়ি তে যাবেন ভেবে আমি শুরুতেই ভেটো দিয়ে দিতাম। এমনকি আমি একবার ফুফুর বাসায় রয়েও গিয়েছিলাম যখন বাবা মা আমার ছোট বোন পিউকে নিয়ে গেলেন। পিউ র বয়স মাত্র চার তখন।

প্রায় ছ'বছর হয়ে গেছে ওই ঘটনার। আমিও কিছু টা স্বাভাবিক তখন। এবার আর এড়ানো গেলোনা। যেতেই হলো।

সেজ খালারা দুবাই তে থাকতেন। খালুর ওখানে ট্রাভেল এজেন্সি আছে। সেবার মেঝ খালার মারা যাবার সময়ে খালু ছিলেন না। তাঁর কাজ থাকায় আসতে পারেননি। আমার সেজ খালার নাম মুকুল,আর খালু মিশুক। আর ওনাদের মেয়ের কথা আগেই বলেছি,মিনি,এখন ১৪বছর বয়স।

আমার এই খালু কে সবাই খুব পছন্দ করতো। খুব স্মার্ট, বুদ্ধিদীপ্ত একজন মানুষ। সবকিছু কেই যুক্তি দিয়ে ভাবেন। ওনাদের প্রেমের বিয়ে। শুনেছি,আরেকটু হলে নাকি দুজন পালাতেন। ওই বয়সে এসব গল্প খুব টানতো..

আমরা গেলাম সবাই।

কিছু পরিবর্তন হয়েছে এই ছ'বছরে। নলকূপ টা আর ব্যবহার করেনা কেউ। আর কুয়োটার মুখ টিন দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে। কারণটা অবশ্য জানিনা।
কেয়ার টেকার মামা কাজে যোগ দিয়েছেন কারণ,খেয়াল রাখার কেউ নেই।

সেবার সব ভুলে আমরা মজা করছিলাম। মেঝ খালু কেও আনা হয়েছে। উনি হাটতে পারেন এখন,কাজল ভার্সিটি তে পড়ে। ওনারা আর ক্যালগেরি তে ফিরে যাননি। কাজলের অবশ্য প্ল্যান আছে বাইরে যাবার।খালু মানসিক ভাবে এখনো পুরোপুরি সুস্থ নন। কিন্তু তাও নিয়ে আসা হয়েছে,মানুষ টা তো কোথাও যান না।

বাবা মা পিউ কে নিয়ে সব ঘুরে ঘুরে দেখছেন। পিউ এখন ছ'বছরের। ক্লাস ওয়ানে পড়ে। নানার বিশাল লাইব্রেরি দেখে তার অনেক পছন্দ হলো। কিছু তেই সেই রুম ছেড়ে সে আসেনা। আমরা নিজেদের মতো গল্প করি,পিউ বই নিয়ে লাইব্রেরি রুম টায়(এটা ড্রয়িং এর পাশেই)।

সে রাতে ফিসফিস শব্দ শুনে আমার ঘুম ভাঙলো।পাশে কাজল ঘুমোচ্ছে। শব্দ টা দুজন মানুষের।ফিসফিস করে কথা বলছে...

আমি আবারো বোকার মত এগিয়ে গেলাম। শব্দ টা আসছে লাইব্রেরি রুম থেকে রুমে ঢোকার আগেই হুইলচেয়ার শব্দে আমি থেমে গেলাম। পিউ মেঝ খালুর

হুইলচেয়ার ঠেলে আনছে। এত ভারী হুইলচেয়ার টা ও একা কিভাবে.....!

আমি ভেবে পেলাম না। খালু খুব ই ভয় পাচ্ছেন।কাঁপছেন। কিন্তু কিছুই বলছেন না। পিউ ওনাকে ধরে ওঠালো। হাত ধরে একটা ছবির কাছে নিয়ে গেলো।

খালাদের চার বোনের ছবি...বকুল,শিমুল,মুকুল আর পারুল।

একটা গাছের সামনে। পিউ একটা আংগুল রাখলো সেজ খালার ছবির উপরে। খালু জোরে জোরে মাথা নাড়ছেন। পিউ খালুর মাথা টা নিয়ে ঠুকে দিলো দেয়ালে। উনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

তখনি পিউ র চোখ পড়লো আমার উপরে।খিলখিল করে হেসে উঠলো। এগোতে লাগলো আমার দিকে।আমার পা দুটো কি জমে গেছে মেঝের সাথে? আমার ছোট বোন আমাকে মেরে ফেলবে?

হঠাৎ ই থেমে গেলো পিউ। আমি স্পষ্ট দেখলাম ছবি থেকে সেই গাছের একটা ডাল বেঁকে বের হয়ে আসছে।অজগর সাপের মতো পিউ কে পেঁচিয়ে ধরলো। টেনে নিয়ে যাচ্ছে ওকে ছবির ভেতরে।

আমি ছুটে যেতে চাইলাম। পিউ ছটফট করছে। কিন্তু আমাকে কে যেন আটকে রেখেছে।

ঠিক তখনি ঝড়ের বেগে ওপাশের দরজা দিয়ে ঢুকলেন সেজ খালু। ডাল টা নিজে থেকেই সরে গেলো দ্রুত।খালু পিউ কে কোলে তুলে ওদিকের দরজা দিয়েই বের হয়ে গেলেন।

কিন্তু উনি মেঝ খালু কে দেখলেন না কেন?

আমি এগোতে চাইলাম...

অবাক হয়ে দেখলাম,খালু কে ধরে হুইলচেয়ারে বসিয়ে দিচ্ছেন শিমুল খালা। মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। রক্ত মুছে দিলেন...

হঠাৎ আমার দিকে ফিরে তাকালেন...

"পালিয়ে যা রে ছোটন...তুই আর আসিস না"

পর্ব ৪

আমি শিমুল খালার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারলাম না। যদিও তিনি খুব স্নেহ নিয়েই আমার দিকে তাকাচ্ছেন,একদম আগের মতো। ভয় দেখাচ্ছেন না।তাও উনি অশরীরী, অস্তিত্ববিহীন,ওনার এখানে থাকার কথা তো না।

আমি যতটা পারি,দ্রুত সরে যেতে লাগলাম ড্রয়িং রুমের কাছ থেকে। বেডরুমে আলো জ্বলছে। কিন্তু আমি তো আলো জ্বালাইনি। কাজল রুমে নেই। বুকের ভেতর টা কেমন যেন করে উঠলো। মন বলছে কাজল বাথরুম টায়...

আমি দরজাটা ধাক্কা দিয়ে খুলতেই একটা বাতাস যেন সরে গেলো। আমি কাজলকে দেখলাম না কোথাও। কী মনে হওয়াতে আমি ভেতরের বাথরুমটায় উঁকি দিলাম। জানালাটা খোলা। আমি এগোতেই কে যেন জানালা টা বন্ধ করবার চেষ্টা করছে।

কী অসুরীয় শক্তি আমার উপরে ভর করলো আমি জানিনা। আমি এগিয়ে গিয়ে জানালার পাল্লা দুটো আঁকড়ে ধরলাম। আর তখনি দেখলাম গাছপালার আড়ালে কেয়ারটেকার মামা কার সাথে যেন কথা বলছেন। উনি ওখানে কেন? এই রাতে ওনার এখানে তো আসার কথা না।

উনি যেন কার সাথে কথা বলছেন...আমি একটু গলা বের করে দেখার চেষ্টা করলাম।

সেজ খালু?

কিন্তু খালু তো পিউকে কোলে নিয়ে বের হলেন মাত্র।তাহলে কি ওখানে সেজ খালু ছিলেন না? কে ছিলো তাহলে?

আমি আবার সামনের রুমে এলাম। বাথটাবে নজর পড়তেই দেখলাম কাজল! ডুবে আছে। টেনে তুললাম তাড়াতাড়ি। আমার আর কী ই বা জ্ঞ্যান! যেভাবে পারি ওকে

জাগানোর চেষ্টা করলাম।

চোখ খুললো ও...

"তুমি এখানে কেন,ভাইয়া?"

"তুই ই তো ডেকে নিলি ভিতরে। বললি,গাছের ওদিকে কারা যেন কথা বলছে।" শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে কাজলের..

"আমি?আমি তো এইমাত্র এলাম"

"না তো। তুই এসে বললি,ড্রইংরুমে আব্বা পড়ে গেছেন।মাথা ফেটে গেছে। নিজে বাথরুমে ঢুকে আমাকে তাড়াহুড়ো করে ডেকে নিলি। বললি,দুজন আছে গাছের আড়ালে"

আমি অবাক হয়ে গেলাম। ঘটনাগুলো ঘটেছে। কিন্তু কাজলের জানার কথা নয়। কাজল কে নিয়েই বের হলাম এবার। ড্রয়িংরুমে আবার গেলাম...মেঝ খালু নেই!

পিউ কোথায়? আমি আবার অন্য রুম টায় উঁকি দিলাম। পিউ ঘুমোচ্ছে,বাবা মায়ের সাথে।

কী অদ্ভুত!

তাহলে ওখানে কে ছিলো!

আমি রুমে ফিরে এলাম। চারদিক খুব স্বাভাবিক।কাজল ক্লান্তিতে বা ভয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। কতক্ষণ পানির নিচে ছিলো ও? কিছুই তো বুঝতে পারছিনা।আমার কি বড় দের জানানো উচিত? না,সবাই বকবে।কিন্তু সেজ খালু তো জানেন সব। উনি কেন কিছু বলছেন না!

আমার আর কিছু ভাবতে ইচ্ছে করছেনা। ক্লান্তি তে কখন ঘুম এসে পড়েছে,আমি জানিনা। একটা তীব্র চিৎকারে আমার ঘুম ভেঙে গেলো। আমি এই আওয়াজ টা চিনি।

সেজ খালা। আমার মুকুল খালা...

আমি ছুটলাম আওয়াজের দিকে। সেই কুয়োর দিকে...

আমি জানি আমি কি দেখবো...

আমি দেখবো,বড় খালা,মেঝ খালা....

এবার আমি মুকুল খালা কে যেতে দিবোনা। কোনো ভাবেই না....

কিন্তু আমি কিছুই দেখলাম না...

শুধু দেখলাম মিনি নলকুপের নিচে মাথা দিয়ে আছে।একটা হাত সেই নলকুপ পাম্প করছে। কোন মানুষ নেই...

আমি আরেকটা শব্দ পাচ্ছি...আমার পেছনে...

আমি ফিরতে চাইছিনা...

একটা হাত আমার গলা পেঁচিয়ে ধরলো...

এই হাত টা,এই পারফিউমের গন্ধ আমি চিনি...

সেজ খালু!

পর্ব ৫

সকালে আমাকে ঘিরেই আছে দেখলাম সবাই। আমার গলায় একটা স্পষ্ট কালশিটে দাগ। সবাই ই জিজ্ঞেস করছে,কেন,কিভাবে? রাতের এত কিছু ঘটনা কি তাহলে কেউ ই টের পাননি? কাজল ভাই ও স্বাভাবিক।মেঝ খালুর মাথায় হালকা কাটা দাগ,কেউ তেমন গুরুত্বও দিচ্ছেনা। পিউ মায়ের হাত ধরে ভয়ে ভয়ে আমাকে দেখছে। যেন রাতে কিছুই হয়নি।

সেজ খালু বাইরে থেকে ফিরলেন। উনি নাকি রাতে বাসায় ছিলেন না।

কী অদ্ভুত! আমি ওনাকে কাল তিন তিন বার দেখেছি।কেয়ারটেকার মামার সাথে,ড্রয়িংরুমে আর আমাকে যে গলা চেপে ধরলেন!

খালার ঘুম ভাঙলো আরও দেরিতে। উঠে এসেই আমাকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন।

"কী রে পারুল? ছোটনের কি হয়েছে?"

"জানিনা আপা।দেখোনা,সকালে এই অবস্থা!
কাজল,তুই কিছু দেখিস নি?"

"না তো খালামনি। আমি তো রাতে ঘুমাচ্ছিলাম"

কী আশ্চর্য! কেউ কিছু দেখেনি। আমি তাহলে কাকে জানাবো! কেউ তো বিশ্বাস ও করবেনা।

আমি নাস্তা করলাম। গলাটা ব্যথা করছে। আম্মু ব্যথার ওষুধ দিলো।

আমি উঠোনে চেয়ার নিয়ে বসলাম...ঘটনাগুলো অদ্ভুত। কোনো ব্যাখ্যা নেই। সব ই ভুতুড়ে, শুধু এক জায়গাতেই খটকা আমার।

সেজ খালু কেন জংগলের মধ্যে কেয়ারটেকার মামার সাথে কথা বলছিলেন? এত রাতে,কেন? আবার তিনি নাকি রাতেও ছিলেন না।

আমার অল্প বয়স। তাও আমি বুঝতে পারছি কিছু একটা স্বাভাবিক না। কিন্তু কী, সেটা ধরতে পারছিনা...

আমার পাশে এসে সেজ খালু বসলেন...

"কী! ইয়াং ম্যান,এমন কান্ড করলে চলে?"

"আমি জানিনা কি হয়েছে!"

"আমি যদি বলি,তুমি সব জানো?"

"মানে?"

"তুমি কাল রাতে কেন বের হয়েছিলে?বের না হলে তো এত কিছু হতো না"

"আমি শব্দ শুনে বের হয়েছি"

"গতবারের মতো?"

আমার হঠাৎ খুব ভয় লাগতে শুরু করলো। গতবার মানে মেঝ খালা মারা যাবার সময়। সেজ খালু সেবার আসেননি। ওনার জানবার কথা না। তাহলে উনি কিভাবে জানেন?

আমাকে কে দেখেছিলো সেবার? কেউ যদি দেখে থাকে,সে তাহলে খালা কে বাঁচালোনা কেন?

নাকি সে ই মেঝ খালা কে মেরে ফেলেছে?

আমি কাজল ভাইয়ের কাছে গেলাম। জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে।

"ভাইয়া,হাসপাতালে যাবে?"

"না রে। আমার এজমা আছে। তাই একটু...ইনহেলার নিলে ঠিক হয়ে যাবে"

"তুমি ইচ্ছে করে এমন বলছো?"

"কী?"

"তোমার কাল রাতের কথা মনে নেই?"

"শোন তপু। আমি আমার মা কে হারিয়েছি,বাবা কে হারাতে চাই না..."

"মানে কী?"

"তুই কি জানিস,নানাভাই কিভাবে মারা গিয়েছিলেন?"

"হার্ট এটাক"

"সেটা সবাই জানে। উনি সুস্থ ছিলেন। সেদিন এই বাসায় অনেক মানুষের দাওয়াত ও ছিলো। হাসিখুশি পুরো সুস্থ একজন মানুষ,পরদিন সকালে নেই।"

"হার্ট এটাক তো বলে কয়ে আসেনা"

এদিক ওদিক তাকালো কাজল ভাই...

"শোন,এটা বাবা জানে,মা ও জানতো"

"কি?"

"নানাভাই কে বিষ মিশিয়ে খাওয়ানো হয়েছিলো। বাবা চিকিৎসক, উনি হাসপাতালেই ব্লাড স্যাম্পল কালেক্ট করেছিলেন। কারো সন্দেহ হয়নি,বয়সের জন্য।

তাই পোস্ট মর্টেম হয়নি"

"কি বলছো এসব?"

"আরেক টা কথা বলি?"

"কী?"

"নেক্সট টার্গেট তুই"

পর্ব ৬

কাজল ভাইয়ের কথা শুনে আমি কেমন স্তব্ধ হয়ে গেলাম।

তাহলে নানার মৃত্যুও স্বাভাবিক নয়?

এটা মেঝ খালু জানতেন,জানেন। তাহলে তদন্ত হলো না কেন? কেন এই পরিবারের বাকি সদস্য রা কিছুই বললেন না!

আমি কাজল ভাইয়ের কাছ থেকে হাসপাতালের ঠিকানা নিলাম। হালিশহরের ভেতরে একটা ক্লিনিক।এখানে এনেছিলো কেন? বাসার কাছে আরেক টা বড় হাসপাতাল ছিলো তো!

এই ক্লিনিক এখনো পুরোনো ধাচের। মানে আমরা প্রাইভেট ক্লিনিক বলতে যেমন ঝাঁ চকচকে ব্যবস্থা এখন দেখি,তেমন না। কাজল ভাই আমাকে ডাঃ আকরামের কথা বলেছেন। উনি মেঝ খালুর ব্যাচমেট,নানার মৃত্যুর সময় ছিলেন।

এখন কি ওনাকে পাবো? এত বছর পরে? ওনার এতদিনে রিটায়ার করার কথা।

তিন তলা একটা বিল্ডিং। আলাদা একটা গেইট আউটডোর পেশেন্ট দের জন্য। আরেকটা গেইট হাসপাতালের ভিতরে চলে গেছে। আমি দোতলায় উঠে এলাম।

একদম কোনার দিকে। প্রশাসনিক ভবন,এখানে হয়তো কেউ ওনার খোঁজ দিতে পারবে।

একটা মিটিং রুমের বাইরে একজন পিয়ন বসে আছে।আমি গিয়ে জিজ্ঞেস করতেই জানালো,উনি ই এখন পরিচালক প্যানেলে আছেন। আসার কথা আর কিছুক্ষণের মধ্যেই।

পিয়ন কিছুক্ষণ পর আমাকে ডেকে দিলো ভেতরে। বেশ বড় একটা রুম। আমাকে দেখে অবাক হলেন প্রফেসর আকরাম। মেডিসিনের প্রফেসর।

"তুমি তো কাজল নও।"

" না স্যার। আমি তপু। কাজল ভাইয়ার খালাতো ভাই।"

"তুমি এখানে কেন? মানে সাজেদ ভালো আছে?"

"জি। আমি অন্য কারণে এসছি"

"সাজেদ ফিজিওথেরাপি নেয় তো?এখনো হাতে জোর নেই তেমন।মাসল পাওয়ার কম।পা ঠিক থাকা তে হাটতে পারছে।"

"জি?খালু তো হুইলচেয়ারে "

"কী বলছো?সাজেদ তো আমায় জানায়নি।"

"হ্যা স্যার।খালু তো হাত পা কিছুই নাড়াতে পারেন না"

"আমাকে স্যার বলোনা। তুমি কাজলের মতো ই। কিন্তু সাজেদ তো গত মাসে আমার সাথে ভাটিয়ারি গেলো।ড্রাইভ ও করতে চেয়েছিলো। হাতে জোর নেই দেখে আমি দেইনি"

আমার মাথা টা কেমন ঘুরপাক খাচ্ছে।

কী হচ্ছে এসব?

মেঝ খালু অভিনয় করছেন এরকম! সেজ খালু ঠিক কী করছেন আমি জানিনা। কিন্তু কেন?

"চাচা,আমি আসলে নানার কথা জানতে চাইছিলাম"

"কী কথা?"

"নানা মারা যাবার সময়ে খালু ব্লাড স্যাম্পল কেন নিয়েছিলেন?"

গম্ভীর হয়ে গেলেন উনি...

"সাজেদের সন্দেহ ছিলো ওনার মৃত্যু ন্যাচারাল না"

"কেন?"

"পারিবারিক কারণে। তুমি অনেক ছোট,তুমি বুঝবেনা"

"চাচা,এখনো অনেক কিছু হচ্ছে বাড়ি তে এমন। আমার জানা দরকার।"

"হুম। সাজেদ স্যাম্পল টেস্ট করিয়েছিলো বিষ আছে কিনা দেখতে"

"পেয়েছিলেন?"

"বিষ না। অন্য কিছু। এই গ্রুপের ওষুধ হার্ট এটাকের রিস্ক বাড়িয়ে দেয়। সাডেন আনকনশাস করে দেয়।"

"তাহলে পুলিশ কেন আসলোনা?"

"এটা আমি জানিনা। ঝামেলা ছিলো। সাজেদ নিজেও পরে চুপ হয়ে গেলো। এটা নিয়ে এরপর আর কথা ও বলতে চায়নি।"

কী আশ্চর্য! বুঝতে পেরেও পুলিশে বলেননি! কেন?

আমি বাড়ি ফিরে এলাম। মা খাবার দিচ্ছেন দুপুরের।আমাকে ফ্রেশ হয়ে আসতে বললেন। আমি এগোতেই ডাকলেন,

"তপু,তুমি কই গিয়েছিলে?"

মা আমাকে এমনিতে ছোটন ই ডাকেন। তপু ডাকা মানেই সিরিয়াস ব্যাপার।

"একটু বাইরে, মা। কিছু বলবে?"

"দেখো,এসব আমাদের পরিবারের ব্যাপার। আমাদের পরিবার কে সবাই এক নামে চেনে। আশা করি,কী বলছি বুঝতে পারছো"

মা কে এমন গম্ভীর আমি কখনো দেখিনি। এমন কি ক্লাস এইটে আমি বৃত্তি না পাবার পরেও এমন করেননি।

কী এমন রহস্য এই পরিবারে?

যেখানে স্পর্শে করা বারণ?

পর্ব ৭

আমি তপু।

এটা আমার পোশাকি নাম। আমাকে আসলে কাছের মানুষ রা সবাই ছোটন বলেই ডাকে। আমার এখন ২১বছর বয়স। আগেই বলিছি,আমি ভার্সিটি তে পড়ি এখন আর চট্টগ্রামেই থাকি। আর সেটা নানার বাড়ি তেই।

পাঠক,আগেই বলেছি,গল্পটা আমি অতীত নিয়ে বলছি।তখন আমার ষোল বছর বয়স ছিলো। কিন্তু সেই কাহিনীর যোগসূত্র আছে আমার বর্তমানের সাথে। তাই আমি অতীত হিসেবে আমার গল্প বলছিনা। অতীত কি রয়ে যায়নি বর্তমানে? আমি নিজেও কি সেই অতীতের অংশ নই?

মা যখন আমাকে বকা দিলেন,সত্য বের করবার চেষ্টা নিয়ে। আমি খুব মন খারাপ করলাম। রেগেও গেলাম।এরা কেমন? তার মানে মা ও জানেন সব।জানেন,নানার চলে যাওয়া টা স্বাভাবিক ছিলো না। তাও কিছু বলেন নি কেউ? কেন? বংশের বদনাম হবে তাই? কিন্তু বংশের বদনাম ই বা হবে কেন?

মেঝো খালু ভান করছেন হুইলচেয়ারে বসে। এটাও কি মা জানেন? কিন্তু খালু ভান করছেন কেন? উনি জেনে বুঝেও সত্য বলেননি কাউকে? কেন?

আমি না খেয়েই ড্রয়িংরুমে গিয়ে বসলাম। সেই ছবি টার দিকে আপনাতেই আমার চোখ চলে গেলো। চার বোনের কী সুন্দর একটা ছবি! সবচেয়ে সুন্দর লাগছে সেজ খালা কে।

একটা হালকা হলুদ কালারের শাড়ি পরা। হাসছেন। তার মুখটাতেই আলো টা এসে পড়েছে। একারণেই তাকে বেশি উজ্জ্বল লাগছে। পাশেই আমার মা। একটা লাল সালোয়ার কামিজ,রঙ টা একটু চাপা। তিনি মনে হয় কিছু বলছিলেন,তাকিয়ে আছেন সেজ খালার দিকে। বড় খালার হাতে ফুল,মনে হয় কুড়িয়ে এনেছেন,আর মেঝ খালা

বড় খালা কে জড়িয়ে ধরে আছেন। অদ্ভুত সুন্দর একটা ছবি। মনে হচ্ছে একদম জীবন্ত একটা মুহূর্ত। অথচ দুজন বেঁচেই নেই এদের মধ্যে।

আমি এখন ভেবে দেখলাম,খালারা মারা যাবার পর আমি কারো র ই তেমন কোন রিয়েকশন দেখিনি। যেন সবাই জানতেন,এটা ঘটবেই। কেন? কোন অভিশাপ আছে এই পরিবারের উপরে? তা কেন হবে? আর এগুলো মানেই বা কে?

আমি ফিরে গেলাম রুমে। মা এলেন...

"মা,নানা কিভাবে মারা গেছেন?"

মা এই প্রশ্নে চমকালেন না। জানতেন এই প্রশ্ন আসছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন,

"তপু,তুই অনেক ছোট।সব নিয়ে মাথা ঘামাস না।আমরা ফিরে যাবো পরশু"

"কেন?"

"কারণ,আমাদের এখানে থাকার প্রয়োজন নাই। আমি সারাজীবন তোদের এসব থেকে দূরে রেখেছি। এখনো চাইনা তুই বা তোর বাবা আমার পরিবারের ঝামেলা তে আটকে যাস"

"এটা আমাদের পরিবার নয়?"

"না। এরা সবাই তোর পরিবার নয়। তোর পরিবার আমি,তোর বাবা,পিউ"

"কাজল ভাইয়া,মিনি?"

"না"

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম...

"তাহলে তোমার পরিবার?"

মা আমাকে কিছু বলার আগেই স্পষ্ট টের পেলাম।একটা ছায়া জানালার কাছ থেকে সরে গেলো। আমি এগিয়ে গিয়ে দেখতেই দেখলাম,মেঝো খালু হুইলচেয়ারে বসে আছেন।

আমি এগিয়ে গেলাম ওনার দিকে...

"খালু,আপনি সব জানেন,তাই না?"

খালু কিছু বলছেন না...

"আপনি এরকম হুইলচেয়ারে বসে ভান করছেন কেন?আমি সব জানি। আমি আপনার সব সত্য...."

খালুর চেহারা কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেলো...

"কী হয়েছে খালু?"

খালু আমার পেছনে তাকিয়ে আছেন...

সেজ খালু দাঁড়িয়ে....

"কী ব্যাপার,ইয়ং ম্যান। ভাইজান কে কি বলো এত উচুঁ গলায়?"

"না,ওনার শরীর কেমন,জানতে চাইছি"

"উনি এমন ই থাকবেন। ওনার সুস্থ হবার কোন ইচ্ছে নেই"

"খালু,সেজ খালা কই?"

"রুমে। মিনুর সাথে কথা বলে। কেন?"

"এমনি"

"ভেবো না। আমি থাকলে মুকুলের কোন ক্ষতি হবেনা।কেউ হাজার চাইলেও না"

খালু হেসে বাড়ির দিকে তাকালেন....

বিরাট বাড়ি টা কিভাবে এত রহস্য ধারণ করে আছে!

পর্ব ৮

আমি ঠিক করলাম সেজ খালুর পিছু নেবো। আপাতত এছাড়া আর কোন উপায়ও যে দেখছিনা।

মেঝো খালুকেও সন্দেহ হচ্ছে। কিন্তু এক্ষেত্রে দুটো জিনিস ওনার পক্ষে যায়।

এক.মেঝো খালা নেই।

দুই.উনি ই বের করেছিলেন নানার মৃত্যু অস্বাভাবিক।নিজের স্বার্থ থাকলে বা উনি নিজেই জড়িত থাকলে নিশ্চয় এমন টা করতেন না।

সেজ খালু নিজের রুমে ঢুকলেন। খালা নেই। আমি দেখে এসছি উনি নিচে ড্রয়িংরুমে। আমি এমন ভাবে রুমের বাইরে দাঁড়ালাম যেন আমাকে দেখা না যায়। পর্দা গুলো বেশ ভারী,সহজে দেখা যাবেনা।

খালু,খালার শাড়ির ভাজ থেকে একটা ফটো এলবাম বের করলেন। ওখানে ঠিক তিন পাতা পর একটা ছবি বের করেন। তার ভ্রু কুঁচকে গেলো। পরের পাতায় গিয়ে আরেক টা ছেড়া ছবি বের করে আলমিরার একটা চোরা কুঠুরি খুললেন।

পাঠক,আগের দিনের স্টিলের আলমিরা গুলো তে এমন থাকতো। কেউ টাকা-পয়সা, কেউ বা গয়না বা জরুরি দলিল লুকিয়ে রাখতো।

ঠিক মাঝখানের জায়গা টাকে দু ভাগ করলেই একটা সরু জায়গা। ওখানে একটা ছোট্ট ড্রয়ার। খালু ছবিটা কে সেখানে রেখে দিলেন। আমি দোয়া পড়ছি যেন কোন ভাবে উনি লক না করেন।

বাবার গলার আওয়াজ পেতেই আমি সরে গেলাম। বাবা সেজ খালুকে ডাকছেন...

"ভাইয়া,যাবেন নাকি একটু বাইরে?এভাবে সবাই ঘরে বসে ক'দিন?"

"যাওয়া যায়। গেলে সবাই মিলে যাই চলেন"

সেজ খালু বাবাকে আপনি করে বলেন। বাবা ওনার চেয়ে বয়সে বড়। আর বাবা সম্পর্কে বড় বলে খালুকে ভাইয়া ডাকেন।

ওনারা নীচে নেমে যেতেই আমি ভিতরে ঢুকে আলমিরা টা খুললাম। এলবাম থেকে ছবি টার একটা ছবি তুলে নিলাম। আর ভেতরে হাত ঢুকিয়ে ছেড়া ছবি টা বের করে আমি থ মেরে গেলাম...

সেজ খালু আর আমার মা..একসাথে...ওপাশে সেজ খালা...মুখের অর্ধেক টা আছে। বাকি টা ছেড়া।সেজ খালু খালার ছবি কেন ছিড়ে ফেললেন? এত রাগ ওনার উপরে?

আমি নিজের রুমে এলাম। মোবাইল বের করে ছবি টা দেখলাম। আমার মোবাইলের এমনিতেও স্ক্রিন টা ভেঙে গেছে। অনেক জন এই ছবি তে। মা বিয়ের শাড়ি তে। বাবা পাশে। এটা তাহলে মায়ের বিয়ের ছবি।

মায়ের পাশে সেজ খালা। মায়ের দিকে তাকিয়ে হাসছেন। মায়ের চেয়ে আসলে ওনাকেই বেশি উজ্জ্বল লাগছে। বড় খালা আছেন অন্য পাশে। মেঝো খালা-খালু একসাথে। ছবিতে সেজ খালু নেই।

আমি আরো জুম করে দেখতেই চমকে উঠলাম।বাবার ছবি তে একটা ক্রস চিন্হ দেয়া। কেন?

বাবার উপরে এত রাগ কার?

সেজ খালুর?

কেন?

বাবা কে মেরে ফেলবে এরপর?

কিন্তু বাবা তো সেজ খালুর সাথেই বাইরে যাচ্ছেন। এখন উপায়?

আমি ছুটে নিচে গেলাম। জমজমাট আড্ডা। সবাই মিলে বেড়াতে যাবে। বাইরে বৃষ্টি। এই অবস্থায় নেভালে যাবে সবাই। অবশ্য এই ওয়েদারে অন্যরকম সবকিছু।

সবাই গেলে বাবাকে নিয়ে চিন্তা না করলেও চলবে। মা ও যাচ্ছেন সাথে।

আমি যে যাবো না,এটা এভয়েড করবো কিভাবে।আমার মনে হচ্ছে রহস্য এই বাড়িতেই লুকিয়ে আছে।

আমি কিছু বলবোনা। আমি যাবো না বললে সেজ খালু রয়ে যাবেন। এটা হতে দেওয়া যাবেনা।

মেঝ খালু যাবেন না। বিশ্রাম নিবেন। ওনার জন্য বিকেলের চা নাস্তা ফ্লাস্কে, বক্সে করে মা রেখে যাবেন।

সবাই গাড়ি তে উঠছে যখন,আমি সরে গেলাম ভেতরে।কাজল ভাই বা মিনি খেয়াল না করলেই হলো!

কাজল ভাই এদিক ওদিক দেখছেন। আমি জানি আমাকেই খুঁজছেন। ওনাকে বলা যায়। দোষের কিছু নেই। কিন্তু উনিও তো আমায় বলেননি মেঝো খালু যে আসলেই এমন খারাপ অবস্থায় নেই।

সবাই গাড়ি তে উঠে পড়লো। অনেক গুলো গাড়ি থাকায় একটা সুবিধে,সবাই ভাবছে আমি অন্য গাড়ি টায়...

আমি রয়ে গেলাম...সফলভাবে...

এবার আমার আসল কাজ শুরু।

ডাইনিং এর ফ্রিজ থেকে পানির বোতলটা বের করে ঢকঢক করে খেয়ে দম নিলাম...

আমার লক্ষ্য নানার রুম টা,উনি ডায়েরি লিখতেন।নিশ্চয় কিছু লিখেছেন।

শব্দ টা আসছে নানার রুম থেকেই। নানার কাগজপত্রের আলমিরা টা কাঠের। ওখানে অনেক দরকারী জিনিস রাখতেন নানা,শুনেছি।

আলমিরাটা খুলেছেন আমার মেঝো খালু। আলমিরার সামনে দাঁড়িয়ে কাগজ পত্র বের করেছেন। সম্পত্তির দলিল!

এগুলো নানা ভাগ করে দিয়ে যাননি। কিছু জায়গায় নানার করে দেয়া এতিম খানা আছে।আছে স্কুল-কলেজ। মেঝো খালুর কী দরকার এসবের?

আমি এবার শব্দ করেই ঢুকলাম রুমে...

"খালু,এখন শরীর টা ভালো? বলবেন,কী করছেন এখানে?"

আমাকে অবাক হতে না দেখে খালু ই মনে হয় অবাক হয়ে গেলেন...

পর্ব ৯

খালু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে।আমি সেদিকে পাত্তা দিলাম না। উনি কেমন বিমর্ষ। কেন সেটা ই আমার প্রশ্ন।

এই ষোল বছর বয়সে আমার মাথায় এত প্রশ্ন আসা উচিত না। তাও আসছে। কেন জানিনা। হয়তো সবকিছু দেখে, কিংবা নিজের অজান্তে মন হিসেব করছে।

খালু দলিলটা নিয়ে বিছানায় বসলেন। আমি তার সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম। চেয়ার টা টেনে খালু আমাকে বসতে বললেন।

"তপু,এই দলিল টা দেখো।"

"তার আগে বলেন,আপনি কেন হুইলচেয়ারে থাকেন?"

"আমি বলবো। সব বলবো। তুমি আগে দলিল টা দেখো,বাবা"

আমি কাগজ টা হাতে নিলাম। বুঝতে পারছি এটা দলিল। নানার নাম লেখা। ভাষাগুলো বুঝতে পারছিনা।

"এটা কী?"

"এই বাড়ির দলিল এটা।মানে তার মতো একটা দলিল"

"মানে?"

"মানে এটা আব্বার করা দলিল টা না। ওখানে লেখা ছিলো এটাতে কেউ না আসলে তখন যেন পুরো টা জুড়ে লাইব্রেরি করা হয়। আম্মার নামে"

"এখন কী?"

"এখন এটা তোর সেজ খালুর নামে।"

"মানে?"

"মানে কেউ ওটা বদলেছে।"

"এটা কিভাবে সম্ভব?আপনারা তো সবাই জানেন ই বাড়িটা নিয়ে নানা কি বলেছেন"

"না,সবাই জানেনা। আব্বা আমাকে, বড় আপা কে,আর তোমার সেজ খালু কে ডেকে করেছিলেন,সাথে লইয়ার ছিলো"

"তাহলে তো.."

"হ্যাঁ। বড় আপা আর লইয়ার সাহেব বেঁচে নেই। শিমুল কেও আমি বলিনি জানো? কারণ,চাইনি বোন দের মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট হোক"

"তাহলে আপনি বলতে চাইছেন,সেজ খালু?"

"আমি কিছু বলছিনা,তপু। এই বাড়ি টার মূল্য আজকের দিনে অনেক। বুঝতেই পারছো"

"তার আগে আমাকে বলেন,আপনি কেন এভাবে আছেন?"

খালু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন.....

"যদি বলি,বেঁচে থাকার জন্য,বিশ্বাস করবে?"

"আমি জানিনা,খালু"

"আমি চোখের সামনে শিমুলের শেষ মুহূর্ত টা দেখেছি। আমি জানিনা তপু,ও কী দেখে এত ভয় পেয়েছিলো!কিন্তু ও আমাকে কিছু বলতে চেয়েছিলো,বড় আপা কে

নিয়ে। আমি এখনো জানিনা সেটা। এভাবে হুইলচেয়ারে থাকলে মানুষ আমাকে ঘাটাবেনা"

"কাজল ভাই জানেন?"

"হ্যাঁ। কাজল জানে বলেই এখনো দেশের বাইরে যায়নি"

"কিন্তু আপনি কেন বিপদ ডেকে আনছেন নিজের উপরে?"

খালু হাসছেন,

"কারণ,আমি খুব গরীব ঘরের ছেলে। আব্বা আমাকে মেডিকেলে নিজের খরচে পড়িয়েছিলেন। এমন অনেক কেই তিনি পড়িয়েছেন। দেখো,নিজের মেয়ের সাথে আমাকে বিয়েও দিয়েছেন। আমি কিভাবে ওনার হত্যা কে করেছে,না জেনে থাকি?"

"তাহলে তখন কেন পুলিশ কে বলেননি খালু?"

"আমি বড় আপা কে জানিয়েছিলাম। আর এরপর ই উনি মারা যান। আমি শিমুল কে এসব থেকে দূরে রাখতে চেয়েছিলাম। ও কিছুই জানতোনা,তাই পাত্তাও দেয়নি। এলো আর চলে গেলো!"

"সেজ খালু জানতেন,আপনি সন্দেহ করেন যে?"

"আব্বার মৃত্যু? না,আমি বলিনি। আমার কায়সারের হিস্ট্রি টাই গোলমেলে লাগে"

"মানে?"

"চলো,নীচে যাই। এই রুমে বসে থাকা টা ঠিক না"

আমরা নীচে নেমে এলাম। ড্রয়িং রুমে এলাম। খালু এক দৃষ্টি তে সেই ছবি টার দিকে তাকিয়ে আছেন...

"তুমি কি একটা কথা জানো? কায়সার যে তোমার মায়ের ভার্সিটি তে পড়তো?"

আমি আকাশ থেকে পড়লাম...

"না তো।মা কখনো বলেনি"

"ও কি বলবে?বেচারি তো মই ছিলো মাত্র।"

"মানে?"

"কায়সার মুকুল কে পছন্দ করে ফেলেছিলো দেখেই।ভার্সিটির একটা প্রোগ্রামে। কিন্তু ওর দিকে কিভাবে এগোবে,তাই পারুল ই ভরসা।"

"মা জানতেন না?'

"হ্যাঁ। পারুল ই তো এগিয়ে দিয়েছে সব কিছু। চিঠি থেকে শুরু করে মুকুলের হলুদের-বিয়ের সাজ,সব ই পারুলের করা। তোমার মা অনেক লক্ষী একটা মেয়ে সব সময় ই"

আমি হেসে ফেললাম,মা যেন বাচ্চা একটা মেয়ে!খালু এমন ভাবে বলছেন...

তখন আমার ওই ছবি দুটোর কথা মনে পড়লো..

খালু কে মোবাইল বের করে দেখাতে যেতেই হাত থেকে মোবাইল টা পড়ে গেলো....

মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিলেন সেজ খালু....

শেষ পর্ব

আমি সেজ খালুকে দেখে চমকে গেলাম। মেঝো খালু কেমন শক্ত হয়ে গেলেন। আমি বুঝলাম তিনি বুঝতে দিতে চান না যে তিনিও স্বাভাবিক সুস্থ মানুষ।

"আপনি এগুলো কী বলছেন তপুকে,ভাইজান?"সেজ খালু হতভম্ব!

"কায়সার,আমার যা মনে হয়েছে,আমি তাই বলেছি"

"তাই বলে বাচ্চা একটা ছেলেকে এমন বলবেন?আমি কখনো আপনার নামে কাউকে কিছু বলেছি?"

এবার যেন একটু ভয় ই পেলেন মেঝো খালু...

কিন্তু কেন? উনি কেন ভয় পাচ্ছেন?

"আপনি কেন বাবার ব্যাপারে এত আগ্রহী হলেন?শুধুই আপনাকে উনি পড়িয়েছেন বলে?"

"হ্যাঁ। আমার কোন স্বার্থ নেই,কায়সার"

"আমি যদি বলি,আপনার ই স্বার্থ আছে?"

"মানে?"

"আপনি তপু কে মিথ্যে বললেন কেন?লাইব্রেরি হবে এটা বাবার ইচ্ছে ছিলো,আপনার ইচ্ছে কি ছিলো,সেটাও বলুন।"

"কায়সার,তুমি এখন যাও"

"না,আমাকে বলতে দিন। তপু,উনি চেয়েছিলেন,বিদেশ থেকে ফিরে এখানে ওনার চেম্বার আর কাউন্সেলিং সেন্টার,রিহেবিলিটেশন সেন্টারএসব করবেন। বাবা রাজী হননি। অন্য জায়গায় করে দিয়েছেন। বিশ্বাস না হলে ভাইজান কে জিজ্ঞেস করো"

আমি অবাক হয়ে গেলাম। মেঝো খালুর ও স্বার্থ ছিলো!এজন্য ই কি নিজে থেকে এগিয়ে এসে নানার ব্যাপারে এত খোঁজ নিয়েছেন? কাজল ভাই এটাও জানে? কিন্তু তাহলে দলিলে সেজ খালুর নাম কেন?

"আমি চেয়েছিলাম,কায়সার। কিন্তু এটার জন্য আব্বা র কোন ক্ষতি করবো,আমি এমন নই"

"আমিও এমন নই,ভাইজান। উনি মুকুলের বাবা।এরকম অমানুষ আমি নই"

তাহলে এরা কেউ ই নন? আবার দুজনেই দোষী? কিসব আবোলতাবোল যে ভাবছি আমি!

আমরা কাল চলে যাবো। বাবা ট্রেনের টিকেট করে এনেছেন। আমি সমাধান করতে পারলাম না। আমরা চলে যাবো,আর কেউ খুন হয়ে যাবে!

বাবাকে তো বাঁচাতে পারবো চলে গেলে! আমার কেন জানি আর কিছুই মনে হলোনা!

আমি বের হতেই দেখলাম কেয়ারটেকার মামাকে বাবা বকছেন। হাতে কি যেন বাবার। আমি বুঝলাম না।একটা পলিথিনের প্যাকেট বাবার হাতে। কী ওটা? কেন বকছেন ওনাকে!

আমি এগিয়ে যেতেই বাবা প্যাকেটটা প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে ফেললেন। আমি আরও অবাক হয়ে গেলাম।বাবা এমন করছেন কেন?

আমি রুমে আসতেই দেখি কাজল ভাই তাকিয়ে আছেন জানালার দিকে। আমি আসতেই জানালার কাছ থেকে ছায়াটা সরে গেলো। কে ছিলো ওখানে?কাজল ভাই কে কী বলতে এসেছে?

আমার দিকে তাকালেন কাজল ভাই। কাঁদছেন। কেন?

"তুই থাকিস না আর ছোটন,চলে যা"

"কেন বলছো এসব ভাইয়া?"

"এসব আমি আর সহ্য করতে পারছিনা রে"

"তোমরা যে মিথ্যে বললে,আমি কিভাবে সহ্য করছি?"

"এই খেলা ভয়ংকর। আমি বাবা কে নিয়ে চলে যাবো আজ রাতেই"

না,মেঝো খালু যেতে রাজী হলেন না। আমার মনে সন্দেহ আরো বেড়ে গেলো। প্রতি মুহূর্তে অবাক হচ্ছি মেঝো খালু কে দেখে। এত মিথ্যে!

রাত প্রায় তিনটে হবে তখন। আমি আজ ঘুমোবোনা।আমি জানি আজ ই কিছু হবে। মেঝো খালু যাননি ফিরে। সেজ খালাও আছেন। আমরা আছি আজ পর্যন্ত। কাজল ভাই ও বলেছিলেন,আমি নেক্সট টার্গেট।

প্রত্যেক বার কেন আমাকেই সব দেখানো হয়? মানে আমি কেন দেখি? কেন কাজল ভাইয়া বা মিনি নয়?

আবোলতাবোল ভাবছিলাম আমি....

কোন একটা জায়গা থেকে ফিসফিস শব্দ ভেসে আসছে। দুজন মানুষের কণ্ঠস্বর! আগের মত একজনের চিৎকার নয়।

আমি এগিয়ে গেলাম শব্দের উৎস ধরে। সেই কুয়োতলা,সেই একই জায়গা...

একটা কালো ছায়া,আমার দিকে পেছন ফেরা। আমি চেহারা দেখতে পারছিনা। কেয়ারটেকার মামা ভয়ে কাঁপছেন।

ছায়াটা হাত উপরে তুললো।

আমি দেখলাম,মস্ত একটা ছুরি।

কী আশ্চর্য, মেরে ফেলছে!!

আমি ছুটে গিয়ে আটকানোর আগেই ছুরিটা বুকে ঢুকিয়ে দিলো ছায়া টা...

আমি পেছন থেকে জড়িয়ে ধরলাম ছায়া টা কে...

আমাকে পিছন থেকে কেউ আকঁড়ে ধরেছে। আমি কোনভাবে পিছন ফিরে দেখার চেষ্টা করলাম।

মেঝো খালু...

আমি পরোয়া করলাম না। মরে যাবো দরকার হলে,আমি আজ ছাড়বোনা এই ছায়া টা কে...

কিন্তু ছায়াটা কেমন কাঁপছে!

কেন?

এত দূর্বল কেন লাগছে এই মানুষ টা কে? যে এত গুলো হত্যা করতে পারে,সে কিভাবে এত দূর্বল হয়!

মেঝো খালু চিৎকার করছেন...

কুয়োতলার লাইটটা জ্বলে উঠলো..

সেজ খালুর কণ্ঠস্বর শুনলাম পেছন থেকে....

তার মানে সেজ খালু নন ইনি...

তখনি আমি বুঝতে পারলাম,এই গায়ের গন্ধ টা আমি চিনি....জন্ম থেকেই পাচ্ছি তো,কিংবা তার ও আগে থেকে।

যখন তার গর্ভে ছিলাম।

মায়েদের গন্ধ টা ই যে আলাদা!

আমার সামনে হাটু গেড়ে বসে গেলেন মা...

মুখোশ টা ভয়ংকর।

কিন্তু মা কে আমার ভয়ংকর লাগছে না....

মেঝো খালু আমাকে ছাড়লেন...

"নিজের মা কে মারবে নাকি তপু?"

"মা!!" আমার মাথায় এখনো কিছু ঢুকছেনা...

সেজ খালু এগিয়ে এলেন,খালা ও...

মা কে তুলে দুজনে মিলে মাঝের বিছানায় শোয়ালেন।মা অজ্ঞ্যান হয়ে গেছে...

বাবা কেয়ারটেকার মামা কে হাসপাতালে নিয়ে গেছেন।পুলিশ ও ডেকেছে কে যেন!

মাকে নিয়ে যাবে? আমার মা কে?

সেজ খালু আমার কাঁধে হাত রাখলেন,

"শক্ত হও,তপু। আমি অনেক আগেই বুঝে গিয়েছিলাম সব। পারুলের উপর রাগ করোনা।ওর মানসিক অবস্থা কেউ ই বোঝেনি।"

আমি স্তব্ধ হয়ে বসে আছি....

"পারুল কায়সার কে ভালোবাসতো। কায়সার ওকে সব সময় ছোট বোনের মতো ই দেখেছে রে। আমাকে বিয়ে করতে যে ও এভাবে পারুল কে কাজে লাগাবে, ও ভাবতে পারেনি। একবার রাগের মাথায় আমাকে বলে ফেলেছিলো দেখে আমি জানি" সেজ খালা বললেন...

"সেটা তুমি সুন্দর বলে...কায়সার এটা ঠিক করেনি মুকুল" মেঝো খালু রেগেই আছেন...

"তাই বলে নানা কে? নিজের বাবা!" আমি কি বলবো ভাবতে পারছিনা...

"আব্বা কে ও মারতে চায়নি। হার্ট রেট এক্সিলারেট করার ওষুধ টা আসলে ও মুকুল কে দিতে চেয়েছিলো,ভয় দেখাতো,মারা যেত। ওই চা টা আব্বা খেয়ে ফেলেন"

"বড় খালা?" কাজল জিজ্ঞেস করলো...

"উনি এমনি তেই ভয় পেয়ে মারা যান। শুনেছিলেন আমার কাছে। মেনে নিতে পারেননি। তবে আমি জানতাম না তখনো পারুল ই যে..."

"আপা কে কেন মারলো?" সেজ খালা জিজ্ঞেস করলেন..

"শিমুল হয়তো জেনে গিয়েছিলো। ওকেও হয়তো কিছু মিশিয়ে...."

হয়তো আমাকেও কিছু মিশিয়ে খাওয়ানো হয়েছিলো!যাতে হ্যালুসিনেশন হয়!

তখন বুঝিনি। আমি এখন বুঝি....

মা কে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলো পুলিশ। কেয়ারটেকার মামা সব স্বীকার করেছেন। উনি ই মা কে ওষুধ এনে দিতেন। বাবা সেটা ধরতে পেরেই বকা দিচ্ছিলেন। সেজ খালুও বুঝে গিয়েছিলেন,তাই ধরেছিলেন সেদিন।

বাড়ি টা সেজ খালুর নামে দলিল করা,মায়ের ই কাজ।বাবার ছবি তে ক্রস দাগ,সেজ খালাও যদি না থাকেন,তাহলে মা হয়ত খালুকেই!!

অবাক ভালোবাসা!

মা সেই ভালোবাসায় আমাকেও নেশাদ্রব্য খাইয়ে দিয়েছেন। যাতে কারো সন্দেহ তার উপর না যায়।

আমি ভয়ে কুয়ো তে ঝাঁপ দিচ্ছিলাম নাকি,একারণেই আমাকে সেজ খালু গলায় জড়িয়ে ধরেছিলেন।

পিউ,ছবি থেকে বের হওয়া হাত,খালা দের দেখা,সব ই আমার হ্যালুসিনেশন!

আমার মা,জেলেই মারা যান তিন বছর পরে।ক্যান্সার!

ক্ষয়ে যাওয়া মানুষ টা ক্ষয়েই গেলেন!

আমি তপু,এখন আমি ২১বছরের যুবক। এই বাড়ি তেই থাকি...

সবাই বলে,প্রায় রাতে নাকি কান্নার আওয়াজ আসে এই বাড়ি থেকে।

আমি দেখেছি,মা কাঁদেন।

হয়ত অনুশোচনায়,কিংবা অপ্রাপ্তি তে!

বি দ্র:সামনের সপ্তাহে আমার বন্ধুরা আসছে ঢাকা থেকে...

পাঠক আসবেন নাকি?